International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.30-40
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i5.2024.30-40

জৈন দর্শনের আলোকে অহিংসার স্বরূপ কথন

রিয়া ভট্টাচার্য্য
রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Among the religions of the world Jainism is the only religion which has accorded utmost importance to ahiṃsā from both the points of view—theoretical and practical. The Jaina principle of ahiṃsā not only forms the basis of Jaina Philosophy but also serves as the foundation on which its entire ethical code has been developed. It is one of the cardinal virtues and an important tenet of Jainism. Ahiṃsā means not merely to cause any pain or injury to any other being in any possible way. The Jaina Philosophers understand it in an extensive way. For them it widely means not to hurt any living creature by thought, speech and deed. Ahiṃsā is the first and foremost vow among the five vows of Jainism, because other vows like satya, asteya are meant for safeguarding the vow of ahiṃsā. In Jainism, both ascetics and householders have to follow this vow. In this paper, we shall try to explicate the nature and significance of the principle of ahiṃsā which leads to the path of liberation.
Keywords: Ahiṃsā, Satya, Asteya, Brahmacarya, Aparigraha, Hiṃsā, Mahāvrata, Aṇuvrata.

চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য সকল ভারতীয় দর্শনে মোক্ষই পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকৃত হয়েছে। মোক্ষ বলতে বোঝায় ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) আত্যন্তিক নিবৃত্তি। যারা এই পরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে আগ্রহী বা মোক্ষলাভে ইচ্ছুক তাঁদের চরিত্রের শুদ্ধতা একান্ত প্রয়োজন। কারণ চারিত্রিক শুদ্ধতার মধ্য দিয়েই আধ্যাত্মিক পথের যাত্রা শুরু হয়। এজন্য জৈন দর্শনে আচরণের বিশুদ্ধতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহরূপ পঞ্চব্রতকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ ও পালন না করলে বিশুদ্ধ চারিত্রসম্পন্ন হওয়া যায় না। জৈন দর্শনের যে আদর্শ আছে সেই আদর্শে পূর্ণ চারিত্রের বিকাশ এবং অহিংসাই চারিত্রের মূল ভিত্তি। অহিংসাকে অবলম্বন করেই জৈনদের সকল নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে। অহিংসাই জৈন নীতিশাস্ত্র তথা সমগ্র জৈন দর্শনের মূল। তবে অহিংসা যে কেবল জৈন দর্শনেই স্থান পেয়েছে এমন নয়। বেদ, উপনিষদ, শ্রুতিশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে অহিংসার মূল পাওয়া যায়। যেমন ***ঋগ্বেদ***-এর এক মন্ত্রে দ্বিপদ ও চতুষ্পদ উভয় প্রকার প্রাণীকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা করা হয়েছে।[1] আবার ***ছান্দোগ্যোপনিষৎ***-এ অহিংসাকে যজ্ঞপুরুষের দক্ষিণাস্বরূপ বলা হয়েছে।[2] যেরূপ বিধিযজ্ঞের দক্ষিণা দ্বারা পুষ্টি সাধিত হয়, তেমনি অহিংসাদি দ্বারা ধর্মের পুষ্টিসাধন হয়ে

থাকে। ***মনুসংহিতা***-তে অহিংসাকে সাধারণ ধর্মরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, যা বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সর্বসাধারণের অনুষ্ঠেয়।[3] ***যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি***-তে অহিংসাকে ধর্মের সাধনরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[4] আবার বৌদ্ধদর্শন, যোগদর্শন ইত্যাদিতেও অহিংসার প্রশস্তি করা হয়েছে। বৌদ্ধমতে অহিংসা পঞ্চশীলের মধ্যে প্রথম তথা সর্বশ্রেষ্ঠ, আর যোগমতে অহিংসা পঞ্চযমের মধ্যে প্রথম তথা সর্বোৎকৃষ্ট যম। তবে জৈন দর্শনে অহিংসাকে যে উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত বিরল।

জৈনমতে অহিংসা হল পঞ্চব্রতের মধ্যে প্রথম তথা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত; কেননা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই চারটি ব্রত প্রকৃতপক্ষে অহিংসারই প্রতিপাদক। জৈনদের এই অহিংসা ব্রত শ্রমণ বা সন্ন্যাসী এবং শ্রাবক বা গৃহী উভয়ের জন্যই অবশ্য পালনীয়। তবে একজন শ্রমণের পক্ষে অহিংসা ব্রত যতটা কঠোর ও পরিপূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব একজন গৃহীর পক্ষে ততটা সম্ভব নয়। এজন্য জৈনগণ গৃহীর জন্য অহিংসা ব্রতের একটা সহজ রূপ নির্দেশ করেছেন যা অহিংসা অণুব্রত নামে পরিচিত। আর সন্ন্যাসীদের জন্য অহিংসা ব্রতের কঠোর রূপ অহিংসা মহাব্রত নামে পরিচিত।

অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ: অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটি ব্রতের মধ্যে অহিংসা হল সর্বপ্রধান, কেননা এটি অন্যান্য সকল ব্রতের ভিত্তিস্বরূপ। অহিংসাকে অবলম্বন করেই জৈনদের সকল নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ পালন না করলে পরিপূর্ণরূপে অহিংসা পালন সম্ভব হয়না বলে অহিংসা, সত্য প্রভৃতি পাঁচটি ব্রত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সত্য, অস্তেয়াদি ব্রত অহিংসা থেকেই জাত, অহিংসাই এদের আশ্রয়। অহিংসাই হল সাধ্য, আর সত্যাদি অপরাপর ব্রত অহিংসার সাধক। যেমন দ্বিতীয় ব্রত 'সত্য' প্রকারান্তরে অহিংস আচরণ করার নির্দেশ দেয়, কারণ অসত্য বাচিক হিংসা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রমত্তযোগবশতঃ যে মিথ্যাকথন তাই অসত্য। অসত্য চার প্রকার।[5]

1) যে বচনে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করা হয়, তা প্রথম প্রকার অসত্য। যেমন যদি বলা হয় 'এখানে দেবদত্ত নেই' (যদিও সে প্রকৃতপক্ষে উপস্থিত)। [6]
2) যখন কোনো ব্যক্তি বা বস্তু উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও তার উপস্থিতির কথা বলা হয়, তখন তা দ্বিতীয় প্রকার অসত্য। যেমন যদি বলা হয় 'এখানে ঘট আছে' (যদিও প্রকৃতপক্ষে সেটি সেখানে নেই)। [7]
3) যে বচনে কোনো বস্তু প্রকৃতপক্ষে যা তদপেক্ষা ভিন্নরূপে সেটাকে উপস্থিত করা হয়, তা তৃতীয় প্রকার অসত্য। যেমন যদি গরুকে ঘোড়া বলে উল্লেখ করা হয়।[8]
4) গর্হিত, সাবদ্য এবং অপ্রিয় বচন হল চতুর্থ প্রকার অসত্য।[9]

এই চার প্রকার অসত্যের ক্ষেত্রেই প্রমত্তযোগ উপস্থিত থাকে। আর প্রমত্তযোগ হল হিংসার কারণ, সুতরাং অসত্য অবশ্যই হিংসার অন্তর্গত।

সত্যের মতো অস্তেয়ও অহিংসার অন্তর্গত, কেননা অসত্যের মতো স্তেয়ও হল হিংসা। অপরের দান ব্যতীত সম্পদ গ্রহণ করাকে বলে স্তেয়।[10] ধনসম্পদ পুরুষের কাছে বাহ্যপ্রাণ সাদৃশ। যে যার সম্পদ হরণ করে সে তার প্রাণ হরণ করে, সুতরাং কারো সম্পদ হরণ প্রাণহরণ তুল্য হওয়ায় স্তেয় অবশ্যই হিংসার অন্তর্গত।[11]

একইভাবে সত্য ও অস্তেয়ের মতো ব্রহ্মচর্যও অহিংসারূপে বিবেচিত। কারণ অব্রহ্ম হিংসা ভিন্ন কিছু নয়। অব্রহ্ম বলতে বোঝায় মৈথুন।[12] তিলপূর্ণ নলের মধ্যে দিয়ে তপ্ত লৌহ শলাকা প্রবেশ করালে যেভাবে সকল

তিল নষ্ট হয়ে যায়। সেইপ্রকারে মৈথুনকালে বহুজীবের মৃত্যু হয়।[13] সুতরাং অব্রহ্ম হিংসারই প্রকার মাত্র। এই কারণে জৈন দর্শনে মৈথুন পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছে। তবে এটি কেবলমাত্র একজন শ্রমণের পক্ষেই সম্ভব বলে শ্রমণের ক্ষেত্রে সকল প্রকার যৌনসম্ভোগ নিষিদ্ধ, আর গৃহীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরস্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ।

সত্যাদির মতো অপরিগ্রহও অহিংসারই ভিন্নরূপ, কেননা পরিগ্রহ হিংসার অন্তর্গত। পরিগ্রহ বলতে বোঝায় মূর্চ্ছা বা মোহ।[14] পরিগ্রহ দুপ্রকার—আভ্যন্তর পরিগ্রহ ও বাহ্য পরিগ্রহ।[15] এই উভয় প্রকার পরিগ্রহই আত্মার শুদ্ধ স্বরূপকে কলুষিত করে, ফলে তা কখনই হিংসারহিত হয়না। এই কারণে এই উভয় প্রকার পরিগ্রহ ত্যাগ করা হল অহিংসা, আর এই উভয় প্রকার পরিগ্রহ ধারণ করা হল হিংসা। তবে একজন গৃহীর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সকল পরিগ্রহ ত্যাগ করা সম্ভব নয় বলে সে ধন, ধান্য, পশু ও অন্যান্য সম্পত্তির একটা সীমা নির্ধারণ করবে এবং ঐ সীমার মধ্যে নিজের সম্পত্তি ও ভোগের উপযোগী অন্যান্য বস্তুকে সীমাবদ্ধ রাখবে। সীমার অতিরিক্ত ধনাদি সংগ্রহ করবে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সত্যাদি সকল ব্রতের মূল হল অহিংসা। অহিংসা প্রতিপাদনের জন্যই এরা প্রতিপাদিত। এই কারণে ***জ্ঞানার্ণব***-এ অহিংসাকেই পরম ধর্ম বলা হয়েছে, যেহেতু অহিংসার থেকে বড় কোন ধর্ম নেই।[16]

অহিংসার স্বরূপ: সাধারণভাবে অহিংসা বলতে বোঝায় হিংসা থেকে বিরত থাকা। জৈন মতে হিংসা বলতে কেবলমাত্র সহিংস কর্মকেই বোঝায় না, চিন্তনজনিত হিংসাকেও বোঝায়। কর্মের দ্বারা যে হিংসা সাধিত হয় তাকে বলে দ্রব্য হিংসা। যেহেতু চিন্তন হল কর্মের জনক, তাই কর্মের দ্বারা হিংসা সাধিত হবার পূর্বে তা চিন্তার দ্বারা সাধিত হয়। চিন্তার দ্বারা যে হিংসা সাধিত হয় তাকে বলে ভাব হিংসা। সুতরাং হিংসার একেবারে গোড়ার কথা হল ভাব হিংসা। ভাব হিংসা যখন কর্মের দ্বারা প্রকাশ পায় তখন তা দ্রব্য হিংসায় রূপান্তরিত হয়।

হিংসার সংজ্ঞা: হিংসার লক্ষণে উমাস্বামী তাঁর ***তত্ত্বার্থসূত্র***-এ বলেছেন, 'প্রমত্তযোগাৎ প্রাণব্যপরোপণং হিংসা'[17] অর্থাৎ প্রমত্তযোগবশতঃ যে প্রাণাঘাত তাই হিংসা। প্রমত্ত বলতে কষায়যুক্ত জীবকে বোঝায়।[18] তাহলে প্রশ্ন হল, কষায় কি? যা জীবকে পাপের পথে নিয়ে গিয়ে বিনষ্ট করে তাই কষায়। কষায় চার প্রকার, যথা ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ।[19] ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে যে আঘাত অনুষ্ঠিত হয় তাই জৈনমতে হিংসা পদবাচ্য। আচার্য অমৃতচন্দ্র স্বামী তাঁর ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়*** গ্রন্থেও হিংসা প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করে বলেছেন, কষায়যুক্ত হয়ে দ্রব্যপ্রাণ ও ভাবপ্রাণে আঘাত করা হল হিংসা।[20] ভাবপ্রাণ বলতে বোঝায় চেতনা। আর দ্রব্যপ্রাণ হল দশ প্রকার—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়; কায়বল, বচনবল ও মনোবল এই তিনপ্রকার বল; শ্বাস এবং আয়ু।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কেবলমাত্র হত্যা নয়, যে কোন প্রাণের প্রতি যে কোন ধরনের আঘাতই হিংসা। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হিংসার অর্থ শুধু শারীরিক আঘাত নয়, বাক্য বা মননের (চিন্তন) স্বাধীনতার উপর আঘাত আনাও হিংসা। অন্যের বাক্‌স্বাধীনতা হরণ বা তার স্বাধীন চিন্তা ভাবনায় বাধা দেয়া, বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে দিয়ে কোন কাজ করানো—এগুলো সবই হিংসা। সেইজন্য, হিংসা মানে শুধুমাত্র জীবের প্রতি শারীরিক আঘাত—হিংসার এরূপ সংকীর্ণ অর্থ না করে, আরো বৃহত্তর অর্থে—বাক্য ও চিন্তনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ ঘটানো বাঞ্ছনীয়, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিরূপে বিবেচিত হয়।

প্রাণাঘাত মাত্রই হিংসা নয়: হিংসা কর্মকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সর্বাগ্রে শরীর, বচন ও মন বিক্ষুব্ধ হয় এবং তার ফলে আত্মার মধ্যে তদনুরূপ একটা অস্থিরতা বা কম্পন সদৃশ প্রবল বহির্মুখতা দেখা যায়। এই আত্মিক বিক্ষোভের ফলে প্রাণাঘাত বা হিংসা কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এককথায় উত্তেজনামূলক আত্মিক চাঞ্চল্যের ফলেই হিংসা কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। অপরপক্ষে দৈববশতঃ কোনো সত্তা আহত হতে পারে, কোনো ব্যক্তির অত্যুত্তম সদিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো প্রাণীর অনিষ্ট হতে পারে (যথা অস্ত্র চিকিৎসকের প্রযত্ন ও সাবধানতা সত্ত্বেও অনেক সময় রোগীর মৃত্যু হয়)। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে অনিষ্ট করার ইচ্ছা না থাকলেও হিংসা অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন বলা যায় না। অস্ত্রোপচার বেদনাদায়ক জেনেও চিকিৎসক শরীরের ব্যাধিগ্রস্ত অংশে অস্ত্রপ্রয়োগ করেন। এসব ব্যাপারে আঘাত অনুষ্ঠিত হয় এবং ইচ্ছাপূর্বকই ঐ আঘাত অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কোনোরূপ হিংসাচরণ হয় না। কারণ এসবের মূলে উপকারের ইচ্ছাই কার্যকরী, কোনো প্রকৃত অনিষ্ট সাধন করার সংকল্প থাকে না। সুতরাং প্রাণাঘাত মাত্রই হিংসা নয়, রাগাদিযুক্ত হয়ে প্রাণাঘাত হল হিংসা।[21] কেবলমাত্র আঘাত করলেই হিংসা করা হয় না, আঘাত করার মূলে যদি কষায় বা মানসিক বিক্ষোভ থাকে অর্থাৎ যেখানে একমাত্র অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই কাউকে আঘাত করা হয়, সেই স্থলে হিংসা অনুষ্ঠিত হয়। কথিত হয় যে, যে স্থলে মনের মধ্যে এই হিংসা করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, সে স্থলে কোন প্রাণী আঘাত প্রাপ্ত না হলেও হিংসা কর্ম সাধিত হয়।[22] কেননা অন্য কোনো প্রাণী আহত না হলেও কষায়যোগবশতঃ সংকল্প করার জন্য নিজের অন্তরাত্মা হিংস্র হয়ে থাকে।

হিংসার ক্ষেত্রে চিন্তন বা অভিপ্রায়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে অমৃতচন্দ্র বলেন, কষায়ের তীব্রতা বা মৃদুতার কারণে কোন লঘু হিংসা গুরুতর ফল উৎপন্ন করতে পারে, আবার কোন গুরুতর অপরাধ অকিঞ্চিৎকর ফল উৎপন্ন করে থাকে।[23] এই কারণে একই সহিংস কার্য তার পশ্চাতে থাকা কষায়ের তীব্রতার তারতম্য অনুসারে আলাদা আলাদা ফল উৎপন্ন করতে পারে।

হিংসার প্রকার: নিশ্চয়াত্মক দিক থেকে হিংসা কেবলমাত্র চিন্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে জৈন নীতিতাত্ত্বিকেরা হিংসাকে একশো আট ভাগে ভাগ করে থাকেন, যাতে মুমুক্ষু ব্যক্তি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিংসার প্রকার সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন। জৈনগণ প্রাথমিকভাবে হিংসাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেন—কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত। ব্যক্তি যখন স্বয়ং কাউকে আঘাত করেন তখন তাকে বলে কৃত হিংসা। কিন্তু ঐ আঘাত কর্ম নিজে না করে অপর ব্যক্তিকে দিয়ে করালে যে হিংসানুষ্ঠান হয় তাকে বলে কারিত হিংসা। আর ঐ আঘাত কর্ম নিজে না করলেও এবং অপরকে দিয়ে না করালেও, যদি কোনো ব্যক্তি ঐ হিংসা কর্মকে সমর্থন করেন তাহলে তাকে বলে অনুমোদিত হিংসা। কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত—এই তিনপ্রকার হিংসাকে জৈনরা ‘করণ’ বলে উল্লেখ করেন। এই তিনপ্রকার করণ আবার কায়, বাক্ ও মনের দ্বারা সাধিত হতে পারে। জৈনরা কায়, বাক্ ও মনের কর্মকে ‘যোগ’ বলে থাকেন। এভাবে জৈনগণ হিংসার নয়টি ভেদ স্বীকার করেন (৩ প্রকার করণ × ৩ প্রকার যোগ = ৯ টি)। এই নয় প্রকার হিংসা আবার হিংসার অপর তিনটি স্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোট সাতাশ প্রকার হিংসা সাধন করে (৯×৩=২৭)। হিংসার এই তিনটি স্তর হল—সংরম্ভ, সমারম্ভ ও আরম্ভ। সহিংস কার্য করার চিন্তা করা হল সংরম্ভ হিংসা। সহিংস কার্য করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হল সমারম্ভ হিংসা। আর বাস্তবে হিংসাত্মক কার্য ঘটানো হল আরম্ভ হিংসা। এই সাতাশ প্রকার হিংসা আবার চার প্রকার কষায় (ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোট সহিংস কর্মের সংখ্যা দাঁড়ায় (২৭×৪=১০৮) একশো আটটি।[24] শ্রমণ বা সন্ন্যাসীদের জন্য এই একশো

আটপ্রকার হিংসা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই একশো আট প্রকার হিংসা থেকে বিরত থাকা গৃহী বা শ্রাবকের পক্ষে সম্ভব নয় বলে তারা নিজের সামর্থ্য অনুসারে হিংসা থেকে বিরত থাকবেন।

অহিংসাণুব্রত: গৃহীদের জন্য পালনীয় অহিংসা ব্রত যা অহিংসাণুব্রত নামে পরিচিত, এর অর্থ হল স্থূল প্রাণাতিপাত বিরমণ অর্থাৎ স্থূল হিংসা থেকে বিরতি। ত্রস জীবের প্রতি যে আঘাত তাকে বলে স্থূল হিংসা। ত্রস জীব বলতে বোঝায় যারা বিচরণশীল এবং যাদের দুই থেকে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। শঙ্খ, গণ্ডোলক, ঝিনুক, কৃমি প্রভৃতি হল দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত। এদের কেবল স্পর্শ ও রসন ভেদে দুটি ইন্দ্রিয় আছে। পিপীলিকা, কেশকীট প্রভৃতি হল তিনটি ইন্দ্রিয় যুক্ত। এদের উক্ত দুটি ইন্দ্রিয় ছাড়াও ঘ্রাণেন্দ্রিয় রয়েছে। মশা, মাছি, ভ্রমর, ডাঁশ, বিছে প্রভৃতি হল চারটি ইন্দ্রিয়যুক্ত। এদের উক্ত তিনটি ইন্দ্রিয় ছাড়াও চক্ষুরিন্দ্রিয় রয়েছে। আর পশু, পাখি প্রভৃতি হল পঞ্চ ইন্দ্রিয়যুক্ত। এদের উক্ত চারটি ইন্দ্রিয় ছাড়াও শোত্রেন্দ্রিয় রয়েছে। এই সকল জীবের প্রতি যে হিংসা তা হল স্থূল হিংসা। অন্যদিকে স্থাবর জীবের প্রতি যে আঘাত তা হল সূক্ষ্ম হিংসা। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, বনস্পতি এদের অংশকে কায়রূপে গ্রহণ করে যে জীবেরা থাকে তারা হল স্থাবর জীব। এদের কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় থাকে। একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্রস এবং স্থাবর অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম এই সকল প্রকার হিংসা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকাই হল অহিংসা ব্রত। কিন্তু একজন গৃহীর পক্ষে প্রাথমিক স্তরে স্থাবর জীবের প্রতি হিংসা থেকে বিরত থাকতে না পারলেও ত্রস জীবের প্রতি হিংসা থেকে বিরত থাকা উচিত বলে জৈনরা মনে করেন।

জৈন দর্শনে শ্রাবককে ত্রস জীবের প্রতি সংকল্পিনী হিংসা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অনিষ্ট করার ইচ্ছা বা সংকল্প নিয়ে যে হিংসা অনুষ্ঠিত হয় তাকে সংকল্পিনী হিংসা বলে। এই প্রকার হিংসা কষায়ের বশবর্তী হয়ে কৃত হয়। এছাড়াও শ্রাবককে কায়মনোবাক্যে হিংসা ত্যাগ করতে হবে। সে স্বয়ং হিংসা করবে না, অপরকে দিয়ে হিংসা কর্ম করাবে না, এমনকি কোন হিংসা কর্মকে সমর্থনও করবে না। ***রত্নকরন্দশ্রাবকাচার*** গ্রন্থানুসারে, ত্রস জীবের প্রতি কায়মনোবাক্যে এবং কৃত-কারিত-অনুমোদিত এই ত্রিবিধ উপায়ের দ্বারা সংকল্পিনী হিংসা থেকে বিরত হওয়াকে বলে অহিংসাণুব্রত।[25] তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রমণগণ সংসারত্যাগী। তাই তাঁদের পক্ষে যেভাবে অহিংসাব্রত পালন করা সম্ভব তা গৃহীর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ গৃহীরা প্রাত্যহিক জীবনে এমন কিছু কর্ম করতে বাধ্য থাকেন যাতে জীবের ক্ষতিসাধন হয়। কিন্তু এগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ারও কোনো উপায় থাকেনা। একথা স্মরণে রেখে গৃহীদের কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। কেননা প্রথমতঃ পরিবারের প্রতি গৃহীদের কিছু দায়-দায়িত্ব থাকে, যে কারণে পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগান দেওয়ার জন্য তাকে পেশা গ্রহণ করতে হয়; দ্বিতীয়তঃ শত্রুদের হাত থেকে নিজের দেশকে এবং নিজেকে রক্ষা করতে হয়। এই দুটি ক্ষেত্রেই কিছু অবশ্যম্ভাবী হিংসা জড়িত থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, কলকারখানা ইত্যাদি পেশার ক্ষেত্রে গৃহীর দ্বারা যেসকল অনিচ্ছাকৃত হিংসা সাধিত হয় তাকে বলে উদ্যোগিনী হিংসা। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে গৃহ সম্মার্জন, বস্ত্রাদি ধৌত, রন্ধনাদির জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলন করতে হয়। এইসকল কার্যে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বহু ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রতি হিংসা করতে গৃহী বাধ্য হন। এই সকল অপরিহার্য হিংসাকর্মকে জৈনগণ আরম্ভিনী হিংসার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা বা দেশরক্ষার স্বার্থে জীবকে হিংসার আশ্রয় নিতে হয়। জৈনরা এপ্রকার হিংসাকে বলেন বিরোধিনী হিংসা। উদ্যোগিনী, আরম্ভিনী এবং বিরোধিনী—এই তিনপ্রকার হিংসা থেকে বিরত থাকা গৃহীর পক্ষে সম্ভব নয় বলে তিনি কেবলমাত্র সংকল্পিনী

হিংসা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকবেন। তবে একজন শ্রমণকে উক্ত চার প্রকার হিংসা থেকেই বিরত থাকতে হবে।

মূলগুণ ও নিষিদ্ধ খাদ্য : জৈনমতে অহিংসা ব্রত পালন করতে হলে গৃহীকে প্রথমেই কয়েকটি খাদ্যগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে; যথা মদ, মাংস, মধু এবং পাঁচ প্রকার উদুম্বর ফল (ডুমুর জাতীয় অধিক বীজযুক্ত ফল)।[26] এগুলিকে বলা অষ্ট মূলগুণ। এই খাদ্যগুলি গ্রহণের দ্বারা প্রাণীহিংসা হয়ে থাকে বলে তাঁরা মনে করেন। মদ্যপান প্রসঙ্গে জৈনগণ বলেন, মদ্যপান জনিত মত্ততায় মানুষের মন মোহগ্রস্ত হয়, মনে নানা প্রকার হিংসাবৃত্তির উদ্রেক হয়, তাকে সদাচারের পথ ভুলিয়ে দেয় এবং যে কোনো প্রকার আঘাতাদি নিষ্ঠুর কর্ম সাধনে প্রবৃত্ত করে।[27] এছাড়া মদ্যাদি পদার্থে অসংখ্য জীবের উৎপত্তি হয় বলে জৈনরা মনে করেন, সুতরাং ঐ মাদকদ্রব্য পান করলে প্রাণীহত্যা অনিবার্য হয়ে পড়ে।[28] আবার মাংস ভক্ষণ জীব হত্যা ব্যতীত সম্ভবই নয়।[29] মধুসংগ্রহকালেও বহু জীবের প্রাণ ধ্বংস হয়। মৌচাকে যে সমস্ত মৌমাছি থাকে তাদের অনিষ্ট সাধন ব্যতীত মধু সংগ্রহ করা যায় না। এমনকি মৌচাক হতে বিচ্যুত মধুর মধ্যেও বহু সূক্ষ্ম জীব অবস্থান করে, সেই কারণে মধুপানকারী বহু জীবের ঘাতক হয়ে পড়েন।[30] আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ পরিব্যাপ্ত পঞ্চবিধ উদুম্বর ফল অসংখ্য জীবের আশ্রয় স্থল। সুতরাং উদুম্বর ফল ভক্ষণে জীব হিংসা হয়ে থাকে। এমনকি মাখনেও প্রচুর জীবাণু থাকে বলে জৈনরা মাখন গ্রহণকেও নিষিদ্ধ বলেন। মধু, মদ এবং মাংস সহযোগে মাখনকে মহাবিকৃতি বলে।[31]

এছাড়াও জৈনরা রাত্রিতে খাদ্যগ্রহণ করা থেকেও বিরত থাকার কথা বলেন। এছাড়া অহিংসা ব্রত পালন করতে হলে শ্রাবককে জুয়া খেলা, শিকার করা, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার এবং চুরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এইভাবে অষ্ট মূলগুণ ও নিষিদ্ধ কর্মের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে জৈনগণ এগুলি থেকে গৃহীকে বিরত থাকতে বলেন।

পঞ্চ অতিচার: এছাড়াও গৃহী অহিংসা ব্রত পালনের সময় সেসব কর্ম করা থেকে বিরত থাকবেন যেগুলি ঐ ব্রতকে কলুষিত করে। এগুলিকে জৈন দর্শনে নাম দেওয়া হয়েছে অতিচার। এখানে অতিচার শব্দের অর্থ ব্রত লঙ্ঘনজনিত দোষ। জৈনরা অহিংসা ব্রতের পাঁচ প্রকার অতিচারের উল্লেখ করেন। এগুলি হল—বন্ধ, বধ, ছেদ, অতিভার-আরোপণ এবং অন্নপান-নিরোধ।[32] বন্ধের অর্থ গবাদি পশু ইত্যাদিকে অকারণে বেঁধে রাখা। বধের অর্থ প্রাণীকে অত্যধিক প্রহার করা। ছেদ হল কোনো প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নেওয়া। অতিভার-আরোপণ বলতে বোঝায় কোন প্রাণীর উপর তার বহন শক্তির অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেওয়া। আর অন্নপান-নিরোধ হল ভোজ্য বা পানীয় থেকে কোনো জীবকে সরিয়ে রাখা। এই পাঁচ প্রকার নিষ্ঠুর কর্ম ক্রোধ বা অসাবধানতাবশতঃ অনুষ্ঠিত হলে অহিংসা ব্রতের অতিচার হয়ে থাকে।

অহিংসা মহাব্রত: অহিংসা মহাব্রতর পারিভাষিক প্রতিশব্দটি হল 'সব্বাও পানাইবায়াও বেরমণং' যার অর্থ হল সকল প্রকার হিংসা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। শ্রমণরা যেহেতু গৃহীদের তুলনায় উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে আসীন, তাই তাঁরা কোন পরিস্থিতিতেই কোনরূপ সহিংস আচরণ করবেন না। এই প্রসঙ্গে ***দশবৈকালিক সূত্র***-এ বলা হয়েছে, সব জীবই বাঁচতে চায়, কেউ মরতে চায় না। সেইজন্য প্রাণীবধ ভয়ানক জেনে শ্রমণ তা করা থেকে বিরত থাকবেন।[33] শ্রমণরা কায়মনোবাক্যে হিংসা থেকে বিরত থাকবেন। তাঁরা নিজে হিংসা কর্ম করবেন না, কাউকে দিয়ে করাবেন না এবং অন্যের সহিংস কর্ম অনুমোদনও করবেন না। শ্রাবকদের ক্ষেত্রে

কেবল ত্রস জীবের প্রতি হিংসা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। আর শ্রমণদের ক্ষেত্রে সর্বজীবে অহিংসা, এমনকি সূক্ষ্ম একেন্দ্রিয় জীবের প্রতিও অহিংসার কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চ ভাবনা: উমাস্বামী তাঁর ***তত্ত্বার্থসূত্র***-এ অহিংসা মহাব্রতের অনুসারী পাঁচটি ভাবনার উল্লেখ করেছেন। অহিংসা ব্রত নির্দোষভাবে পালন করতে গেলে মুনিকে এই পাঁচ প্রকার ভাবনার দ্বারা ভাবিত হতে হবে। এই ভাবনা পঞ্চকের ফলে অহিংসাব্রত দোষশূন্য এবং অচঞ্চল হয়ে থাকে। এই পাঁচ প্রকার ভবনা হল—বাগ্‌গুপ্তি, মনোগুপ্তি, ঈর্ষাসমিতি, আদানসমিতি এবং আলোকিত পানভোজন।[34]

বাগ্‌গুপ্তি বলতে বোঝায় বাক্‌সংযম। একজন শ্রমণকে অবশ্যই বাক্যপ্রয়োগে সংযত থাকতে হবে। তিনি সর্বদাই কটূক্তি করা, কলহ বা বাগ্‌যুদ্ধ করা, নিন্দা করা, গালাগালি করা ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন। তিনি কখনই এমন বাক্য প্রয়োগ করবেন না যা অন্যব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে অথবা অন্যের মনে আঘাত আনতে পারে। একজন শ্রমণ কেবলমাত্র সত্য, হিতকর ও যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করবেন এবং মিতভাষী হবেন।

মনোগুপ্তি বলতে বোঝায় মনঃসংযম। বাক্যপ্রয়োগের মতো মনোভাবেরও সংযম প্রয়োজন। একজন শ্রমণ নিজের মনকে সর্বদা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন এবং যে কোনো রকম কুচিন্তা করা থেকে বিরত থাকবেন। তিনি সর্বদা সুচিন্তার অনুশীলন করবেন, যা তাঁকে বিশুদ্ধ, মহান ও নিঃস্বার্থ মনের অধিকারী করে তুলবে এবং ফলস্বরূপ তিনি পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবেন।

মানুষের যাতায়াতের যে পথ সূর্যকিরণের দ্বারা আলোকিত সেই পথে জীবজন্তুর রক্ষার জন্য ভালোভাবে দেখে পথ চলতে হবে, এরই নাম ঈর্ষাসমিতি।[35] অর্থাৎ পথচলাকালীন মুমুক্ষু ব্যক্তির পাদবিন্যাস কিরকম হবে তার নির্দেশ ঈর্ষাসমিতিতে দেওয়া হয়েছে। ***তত্ত্বার্থবৃত্তি***-তেও ঈর্ষাসমিতির আলোচনায় অবধানপূর্বক অনুদ্বিগ্নচিত্তে পথ চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।[36]

একজন শ্রমণ কোন বস্তু নেওয়ার সময় বা রাখার সময় এমন সাবধানতা অবলম্বন করবেন যাতে কোন প্রাণীর পীড়ন না হয়, এরই নাম আদানসমিতি। তিনি ধ্যানে বসার আগে আসন ইত্যাদি সম্যক্ ভাবে নিরীক্ষণ করে সেটাকে সযত্নে ঝেড়ে তবেই গ্রহণ করবেন।[37]

একজন শ্রমণ পান বা ভোজনের সময় সূর্যকিরণের আলোকে পানীয় ও ভোজ্য পদার্থ বিশেষভাবে দেখে নিয়ে পান বা ভোজন করবেন যাতে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণের সময় অসাবধানতাবশতঃ যদি কোনো কীট-পতঙ্গ তার মধ্যে পতিত হয় তবে সেটিকে বাদ দিয়ে অন্য খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করবেন। একেই বলে আলোকিত পানভোজন।[38] এই পঞ্চবিধ ভাবনার ফলে একজন শ্রমণের বাক্য, চিন্তাদি মনোভাব ও শারীরিক ক্রিয়াসমূহ প্রাণীহিংসা দোষে দুষ্ট হয় না বলে জৈনরা মনে করেন।

ধর্মের নামে হিংসা : ধর্মের ক্ষেত্রেও জৈনরা হিংসাকে সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে তথাকথিত ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে পশুহত্যা নিন্দনীয়। প্রতিটি ধর্মের অভ্যন্তরীণ নীতি হল অহিংসা, দয়া এবং প্রেম। তথাপি আমরা অনেক সময় ধর্মের নামে বহু হিংসাত্মক কার্যকলাপ লক্ষ্য করে থাকি। জৈনরা প্রবলভাবে এই ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরোধিতা করেন। অনেক সময় ধর্মমুগ্ধ বা ধর্মমূঢ় ব্যক্তিরা এরূপ যুক্তি দেয় যে, ধর্মের অর্থ অতি গূঢ় তা বোঝা সহজসাধ্য নয়, সেজন্য অন্য সকল ক্ষেত্রে হিংসা নিন্দনীয় হলেও ধর্ম যে হিংসাকে সমর্থন করে, সেই হিংসা পাপ নয়। তারা এমনও বলেন যে, ঈশ্বরকে যে কোনো কিছু নিবেদন

করা যায়, তা পশু হোক বা মাংস; কারণ ধর্মের বিকাশ হয় ঈশ্বরের মধ্যে দিয়েই হয়। কিন্তু ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়*** গ্রন্থে জৈনাচার্য অমৃতচন্দ্র স্বামী এরূপ অবিবেকগ্রস্ত হয়ে প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন।[39] জৈনরা কোন অবস্থাতেই হিংসাকে সর্মথন করেন না। জৈন দর্শনে অহিংসা নীতির বিস্তার ও প্রয়োগ বহুবিধ। এরা প্রাণীদের প্রতি সবরকম হিংসা, নিষ্ঠুরতার বিরোধী। তাঁরা কায়মনোবাক্যের উপর হিংসাত্মক আঘাত সর্বতোভাবে বর্জনের কথা বলেন এবং ধর্মের নামে হিংসাকে রোধ করার কথা বলেন। অহিংসা হল জীবের অন্ধ প্রবৃত্তিগুলির মূল উচ্ছেদ করা।

অহিংসা সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা: অহিংসা সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ধারণা রয়েছে। যেমন কেউ কেউ মনে করেন, যে সমস্ত প্রাণীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তাদের মাংস ভক্ষণে কোনোরূপ হিংসাচরণ হয় না। কিন্তু জৈনদের মতে এরূপ ভাবনা সত্য নয়। কারণ মৃত শরীরের মাংসে নিগোদ প্রাণীর জন্ম হয়। ঐ মাংস গ্রহণ করলে, এমনকি স্পর্শ করলেও সেসব নিগোদ প্রাণী মারা যায়।[40] একই প্রকার যুক্তি মধু সংগ্রহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেকে এরূপ মনে করেন যে, মৌচাক থেকে আপনা থেকে যে মধু বিচ্যুত হয় তা গ্রহণে কোনো হিংসাচরণ হয় না। কিন্তু ইহা সত্য নয়। কারণ মৌচাক থেকে বিচ্যুত মধুর মধ্যে বহু সূক্ষ্ম প্রাণী বাস করে, ফলে মধু পানকারী বহু জীবের ঘাতক হয়ে পড়ে।[41] আবার অনেকে এরূপ মনে করেন যে, একাধিক ছোটো-খাটো প্রাণী হত্যা করে ভোজন প্রস্তুত করার থেকে একটি বৃহদাকায় প্রাণীহত্যা করে ভোজন করা অধিক শ্রেয়, এতে হিংসাচরণ অনেক কম হয়। কিন্তু জৈনরা এরূপ উদ্ভট যুক্তি মানতে রাজী নন। কারণ তাঁদের মতে প্রাণী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যাই হোক না কেন প্রাণী হত্যা মাত্রই হিংসা।[42] আবার অনেকে এরূপ মনে করেন যে, কোনো একটি হিংস্র প্রাণীকে হত্যা করলে যদি তার মাধ্যমে বহু জীবের রক্ষা সাধিত হয় তাহলে ঐ হিংস্র প্রাণীকে হত্যা করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু জৈনরা এরূপ মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে হিংস্র প্রাণীর প্রতি আঘাত করার মধ্যে দিয়ে হিংসা সাধিত হয়।[43] আবার কেউ কেউ এরূপ ভাবেন যে বহুকাল যাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে জর্জরিত জীবকে শীঘ্র দুঃখ মুক্তির জন্য বধ করায় কোন পাপ নেই। কিন্তু জৈনরা এরূপ মানেন না। তাঁদের মতে করুণাহত্যা একপ্রকার হিংসা।[44] কেউ কেউ বলেন, কোনো জীব ইহজীবনে যে নানাবিধ সুখভোগ করছে তার দ্বারা এটা অনুমান করা যায় যে ঐ জীব তার পূর্বে জন্মে তপস্যাদি বহু সুকর্ম করেছিলেন। অতএব যাতে পরবর্তী জন্মেও ঐ সব সুকর্মের ফল আরো তীব্রভাবে সে ভোগ করতে পারে সেইজন্য বধ সাধনের দ্বারা তার ইহজীবনের অবসান করা দোষাবহ নয়। আবার তীর্থস্থানে মৃত্যুর ফলে স্বর্গাদি সুখময় স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় এই বিশ্বাসে কেউ কেউ তীর্থস্থানে নিজের বা তাঁদের শিষ্যদের মৃত্যুর সহায়তা করতেন। কিন্তু জৈনগণ এই সমস্ত আচার ও ধারণাসমূহের নিন্দা করেন। নিজের অথবা অপরের প্রাণে, যে কোনো কারণেই হোক না কেন, কোনো আঘাত ঘটলে, হিংসা জনিত পাপ অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই তাঁরা ঘোষণা করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জৈনদের এই অহিংসা নীতি অনুযায়ী কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিন প্রকার হিংসা থেকে বিরত থাকাই হল অহিংসা। তবে এঁদের মতে মানসিক হিংসা হল কায়িক হিংসার তুলনায় অনেক বেশি ভয়াবহ। তাই জৈনরা বলেন যিনি কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিনদিক থেকেই অহিংসক হতে পারবেন তিনি কখনই অন্য কোন ব্যক্তি, উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদির অনিষ্টের কারণ হবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই অহিংসা নীতি নিয়ে কেবলমাত্র জৈনরা নয়, অনেকেই আলোচনা করেছেন। আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধী অহিংসা নীতির আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনার মধ্যে আহিংসার মূল স্বরূপ একই আছে। তবে অন্যান্য দর্শনের তুলনায় জৈনদের যে অহিংসা নীতি তা অনেকটা

কঠোর ও একনিষ্ঠভাবে পালনের কথা বলা হয়েছে। এটাই জৈন অহিংসা নীতির বিশেষত্ব। তবে জৈনদের অহিংসা নীতি অত্যন্ত কঠোর হওয়ার ফলে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। জৈনরা যেভাবে অহিংসাতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার তাত্ত্বিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও ব্যবহারিক কার্যকারিতা কম। কারণ সাধারণ সংসারী মানুষের পক্ষে এই অহিংসা নীতিতত্ত্ব নিজেদের জীবনে অনুসরণ করা বেশ কঠিন। তবে এটাও ঠিক যে, জৈন অহিংসা নীতি এরূপ কঠোর হলেও তা আমাদের নৈতিকতার পথে চলার শিক্ষা দেয়। তাঁরা যেভাবে অহিংসা নীতি পালনের কথা বলেছেন, সেই আদর্শকে সামনে রেখে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আমাদের সমাজ তথা আমরা নিজেরাও বিদ্বেষ হানাহানির এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারব।

তথ্যসূত্র:

1) ***The Rigveda***, 10.37.11, p.435 (Griffith, Ralph T.H. ***The Hymns of the Rigveda.*** Vol.2. Benares : E.J. Lazarus and Co., 1897)
2) ***The Chāndogyopanishad***, 3.17.4, p.165 (Jha, Ganganatha. ***The Chāndogyopanishad.*** Poona : Oriental Book Agency, 1942)
3) 'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুবর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ'।। ***The laws of Manu***, 10.63, p. 881 (Muller, F. Max. The Sacred Books of the East, vol.25, ***The laws of Manu.*** Oxford : The clarendon Press, 1886)
4) 'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্বেষাং ধর্মসাধনম্'।। ***যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি***, আচারাধ্যায়, গৃহস্থধর্মপ্রকরণ, কারিকা ১২২
5) 'যদিদং প্রমাদযোগাদসদভিধানং বিধীয়তে কিমপি। তদনৃতমপি বিজ্ঞেয়ং তদ্ভেদাঃ সন্তি চত্বারঃ'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়***, ৯১, পৃ.৪৫ (Prasada, Ajit. The Sacred Books of the Jainas, vol.4, ***Purushartha-siddhyupaya*** by Shrimad Amrita Chandra Suri. Lucknow : The Central Jaina Publishing House, 1933)
6) 'স্বক্ষেত্রকালভাবৈঃ সদপি হি যস্মিন্নিষিধ্যতে বস্তু। তৎপ্রথমমসত্যং স্যান্নাস্তি যথা দেবদত্তোঽত্র'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়***, ৯২, পৃ.৪৫
7) অসদপি হি বস্তুরূপং যত্র পরক্ষেত্রকালভাবৈস্তৈঃ'। উদ্ভাব্যতে দ্বিতীয়ং তদনৃতমস্মিন্যথাস্তি ঘটঃ"।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়***, ৯৩, পৃ.৪৬
8) বস্তু সদপি স্বরূপাৎ পররূপেণা'ঽভিধীয়তে যস্মিন্। অনৃতমিদং চ তৃতীয়ং বিজ্ঞেয়ং গৌরিতি যথাশ্বঃ'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়***, ৯৪, পৃ.৪৬
9) 'গর্হিতমবদ্যসংযুতমপ্রিয়মপি ভবতি বচনরূপং যৎ। সামান্যেন ত্রেধা মতমিদমনৃতং তুরীয়ং তু'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়***, ৯৫, পৃ.৪৬
10) 'অদত্তাদানং স্তেয়ম্'। ***তত্ত্বার্থসূত্র***, ৭.১৫, পৃ. ১৭৪ (Tatia, Nathmal. ***Umāsvāti / Umāsvāmī's Tattvārthasūtra.*** Delhi : Motilal Banarsidass, 2007)
11) 'অর্থা নাম য এতে প্রাণা এতে বহিশ্চরাঃ পুংসাম্। হরতি স তস্য প্রাণান্ যো যস্য জনো হরত্যর্থান্'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়***, ১০৩, পৃ.৪৮
12) 'মৈথুনমব্রহ্ম'। ***তত্ত্বার্থসূত্র***, ৭.১৬, পৃ. ১৭৫

13) 'হিংস্যন্তে তিলনাল্যাং তপ্তায়সি বিনিহিতে তিলা যদ্বৎ। বহবো জীবা যোনৌ হিংস্যন্তে মৈথুনে তদ্বৎ'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ১০৮, পৃ.৪৯
14) 'মূর্চ্ছা পরিগ্রহঃ'। ***তত্ত্বার্থসূত্র,*** ৭.১৭, পৃ. ১৭৫
15) 'অতিসঙক্ষেপাদ্বিবিধঃ স ভবেদাভ্যন্তরশ্চ বাহ্যশ্চ'। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ১১৫, পৃ.৫২
16) ***জ্ঞানার্ণব,*** ৮.৪১, পৃ.১১৩
17) ***তত্ত্বার্থসূত্র,*** ৭.১৩, পৃ. ১৭৩
18) 'প্রমাদ্যতি স্ম প্রমত্তঃ প্রমাদ্‌যুক্তঃ পুমান্ কষায়সংযুক্তাত্মপরিণাম ইত্যর্থঃ'। ***তত্ত্বার্থবৃত্তি,*** ৭.১৩, পৃ. ২৩৮ (Jain, Mahendra Kumar. ***Tattvārthavṛtti of Śrutasāgara Sūri***. Kashi: Bhāratiya Jñanapītha, March 1949)
19) 'কষতি হিনস্ত্যাত্মানং দুর্গতিং প্রাপয়তীতি কষায়ঃ। ক্রোধমানমায়ালোভলক্ষণঃ কষায়ঃ কষায় ইব আত্মনঃ কর্মশ্লেষহেতুঃ'। ***তত্ত্বার্থবৃত্তি,*** ৬.৪, পৃ. ২১৩
20) 'যৎ-খলু-কষায়যোগাৎ-প্রাণানাং দ্রব্যভাবরূপাণাম্। ব্যপরোপণস্য করণং সুনিশ্চিতা ভবতি সা হিংসা'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৪৩, পৃ.২৭
21) 'যুক্তাচরণস্য সতো রাগাদ্যাবেশমন্তরেণাঽপি। ন হি ভবতি জাতু হিংসা প্রাণব্যপরোপণাদেব'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৪৫, পৃ.২৮
22) 'মরদু ব জিবদু জীবো অয়দাচারস্স ণিচ্ছিদা হিংসা। পয়দস্স ণত্থি বংধো হিংসামেত্তেণ সমিদীসু'।। ***প্রবচনসার,*** ৩.১৭, পৃ.২৬ (Upadhye, A.N. Śrī Kundakundācārya's ***Pravacanasāra.*** Bombay : Shetha Manilal Revashankar Jhaveri, 1935)
23) 'একস্যাল্পা হিংসা দদাতি কালে ফলমনল্পম্। অন্যস্য মহাহিংসা স্বল্পফলা ভবতি পরিপাকে'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৫২, পৃ.৩১
24) Bhargava, Dayanad. ***Jaina Ethics.*** Delhi : Motilal Banarsidass, 1968. P.109
25) 'সঙ্কল্পাৎকৃতকারিতমননাদ্যোগত্রয়স্য চরসত্ত্বান্। ন হিনস্তি যত্তদাহুঃ স্থূলবধাদ্বিরমণং নিপুণাঃ'।। ***রত্নকরন্দশ্রাবকাচার,*** ৫৩, পৃ.৮৮ (Jain, Vijay K. Ācārya Samantabhadra's ***Ratnakaraṇḍa-śrāvakācāra***. Dehradun : Vikalp Printers, 2016)
26) 'মদ্যং মাংসং ক্ষৌদ্রং পঞ্চোদুম্বরফলানি যত্নেন। হিংসাব্যুপরতিকামৈর্মোক্তব্যানি প্রথমমেব'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৬১, পৃ.৩৪
27) 'মদ্যং মোহয়তি মনো মোহিতচিত্তস্তু বিস্মরতি ধর্মম্। বিস্মৃতধর্মা জীবো হিংসামবিশঙ্কমাচরতি'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৬২, পৃ.৩৪
28) 'রসজানাং চ বহূনাং জীবানাং যোনিরিষ্যতে মদ্যম্। মদ্যং ভজতাং তেষাং হিংসা সংজায়তেঽবশ্যম্'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৬৩, পৃ.৩৫
29) 'ন বিনা প্রাণবিঘাতান্মাংসস্যোৎপত্তিরিষ্যতে যস্মাৎ। মাংসং ভজতস্তস্মাৎ-প্রসরত্যনিবারিতা হিংসা'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৬৫, পৃ.৩৫
30) 'মধুশকলমপি প্রায়ো মধুকরহিংসাত্মকং ভবতি লোকে। ভজতি মধু মূঢ়ধীকো যঃ স ভবতি হিংসকোঽত্যন্তম্'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৬৯, পৃ.৩৬

31) 'মধু মদ্যং নবনীতং পিশিতং চ মহাবিকৃতয়স্তাঃ। বল্ভ্যন্তে ন ব্রতিনা তদ্বর্ণা জন্তবস্তত্র'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৭১, পৃ.৩৬
32) 'বন্ধবধচ্ছেদাতিভারারোপণান্নপাননিরোধাঃ'। ***তত্ত্বার্থসূত্র,*** ৭.২৫, পৃ. ১৭৯
33) 'সব্বে জীবা বি ইচ্ছংতি জীববিউং ন মরিজ্জিউং। তম্হা পাণবহং ঘোরং নিগ্গংথা বজ্জয়ংতি ণং'।। ***দশবৈকালিক সূত্র,*** ৬.১০, পৃ.৪৩ (ভট্টাচার্য, জগৎ রাম .***দশবৈকালিক সূত্র.*** কলিকাতা : জৈন ভবন , এপ্রিল 2001)
34) 'বাঙ্মনোগুপ্তীর্যাদাননিক্ষেপণসমিত্যালোকিতপানভোজনানি পঞ্চ'। ***তত্ত্বার্থসূত্র,*** ৭.৪, পৃ. ১৭০
35) 'সূর্যকিরণৈঃ স্পৃষ্টে প্রকাশিতে মার্গে জন্তূনাং রক্ষণার্থং মার্গমালোক্য জন্তূনাং যথা পীড়া ন ভবেত্তথা পাদবিন্যাসঃ কর্তব্যঃ'। ভট্টাচার্য, অমিত. সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ (মূল, মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর-কৃত ***দর্শনাঙ্কুর টীকা***). কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, 2011, p.106
36) 'সাবধানদৃষ্টেরব্যগ্রচেতসঃ'। ***তত্ত্বার্থবৃত্তি,*** ৯.৫, পৃ.২৮৪
37) 'আসনাদীনি সংবীক্ষ্য প্রতিলজ্ঘ্য চ যত্নতঃ'। ***সায়ণ মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ,*** পৃ. ১০৫
38) 'জলমন্নং চ সম্যগালোচ্য সপ্রাণিকং পরিহৃত্যেতরস্য সেবনমালোকিতপানভোজনম্'। ***দর্শনাঙ্কুর টীকা,*** পৃ.৭১
39) 'সূক্ষ্মো ভগবান্ ধর্মো ধর্মার্থং হিংসনে ন দোষোঽস্তি। ইতি ধর্মমুগ্ধ হৃদয়ৈর্ন জাতু ভূত্বা শরীরিণো হিংস্যাঃ'।।
'ধর্মো হি দেবতাভ্যঃ প্রভবতি তাভ্যঃ প্রদেয়মিহ সর্বম্। ইতি দুর্বিবেক কলিতাং ধিষণাং ন প্রাপ্য দেহিনো হিংস্যাঃ'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৭৯-৮০, পৃ.৩৯
40) 'যদপি কিল ভবতি মাংসং স্বয়মেব মৃতস্য মহিষবৃষভাদেঃ। তত্রাপি ভবতি হিংসা তদাশ্রিতনিগোতনির্মথনাৎ'।।
'আমাস্বপি পক্বাস্বপি বিপচ্যমানাসু মাংসপেশীষু। সাতত্যেনোৎপাদস্তজ্জাতীনাং নিগোতানাম্'।।
'আমাং বা পক্বাং বা খাদতি যঃ স্পৃশতি বা পিশিতপেশীম্। স নিহন্তি সততনিচিতং পিণ্ডং বহুজীবকোটীনাম্'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৬৬-৬৮, পৃ.৩৫-৩৬
41) 'স্বয়মেব বিগলিতং যো গৃহ্ণীয়াদ্বা ছলেন মধুগোলাৎ। তত্রাপি ভবতি হিংসা তদাশ্রয়প্রাণিনাং ঘাতাৎ'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৭০, পৃ.৩৬
42) 'বহুসত্ত্বঘাতজনিতাদশনাদ্বরমেকসত্ত্বঘাতোত্থম্। ইত্যাকলয্য কার্য ন মহাসত্ত্বস্য হিংসনং জাতু'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৮২, পৃ.৩৯
43) 'রক্ষা ভবতি বহূনামেকস্যৈবাস্য জীবহরণেন। ইতি মত্বা কর্তব্যং ন হিংসনং হিংস্রসত্ত্বানাম্'।।
'বহুসত্ত্বঘাতিনোঽমী জীবন্ত উপার্জয়ন্তি গুরু পাপম্। ইত্যনুকম্পাং কৃত্বা ন হিংসনীয়াঃ শরীরিণো হিংস্রাঃ'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৮৩-৮৪, পৃ.৪০-৪১
44) 'বহুদুঃখাঃ সংজ্ঞপিতাঃ প্রযান্তি ত্বচিরেণ দুঃখবিচ্ছিত্তিম্। ইতি বাসনাকৃপাণীমাদায় ন দুঃখিনোঽপি হন্তব্যাঃ'।। ***পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়,*** ৮৫, পৃ.৪১